এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮)

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর বসবাস গ্রামীণ জনপদে। যেখানে ভৌত অবকাঠামোর পর্যাপ্ততার অভাবে প্রথাগত ব্যাংকিং সেবা পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বাইরে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধিতে, অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং অর্থনীতিতে ইতিবাচক সম্ভাবনা তৈরির পথে অন্তরায়। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পথে ধাবমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। সে লক্ষ্যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখতে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সাল থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করে। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মূল লক্ষ্য বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে জনগণকে ব্যয়সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এছাড়া, গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ জনপ্রিয় এবং কার্যকরী একটি মাধ্যম।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ২০ টি তফসিলি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬ টি ব্যাংক মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান ত্রৈমাসিকে ব্র্যাক ব্যাংক লি.এবং এন আর বি ব্যাংক লি. এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন গ্রহণ করেছে। এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এজেন্ট ব্যাংকিং প্রতিবেদন প্রেরণ করছে এবং প্রেরিত তথ্য পর্যালোচনান্তে নিয়মিতভাবে এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

১.১। ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৬ টি ব্যাংকের এজেন্ট ও আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ১

ক্রঃ নং	ব্যাংক	এজেন্টের সংখ্যা			আউটলেটের সংখ্যা		
		শহর	গ্রাম	মোট	শহর	গ্রাম	মোট
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১৭২	৪২০	৫৯২	২৩১	১,৩০০	১,৫৩১
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	৭২	১,৮৪৭	১,৯১৯	৮৬	১,৯০৫	১,৯৯১
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১০	৭৯	৮৯	১২	১১৪	১২৬
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৮	৮	২	৬৬	৬৮
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	২০০	২০০	০	২০০	২০০
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৭	৪৩	৫০	৭	৪৩	৫০
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১	২	৩	২৬	৫২২	৫৪৮
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১	১৭	১৮	১	১৭	১৮
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৭	১৯২	১৯৯	৭	১৯২	১৯৯
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	১৬	১৬	০	১৬	১৬
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	০	৮	৮	০	৮	৮
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	৩	১৭	২০	৬	৪৪	৫০
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	৮৯	৮৯	০	৮৯	৮৯
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১	০	১	১	৬	৭
১৫।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১	০	১	০	১	১
১৬।	এবি ব্যাংক লি.	০	৩	৩	০	৩	৩
	মোট	**২৭৫**	**২,৯৪২**	**৩,২১৬**	**৩৭৯**	**৪,৫২৬**	**৪,৯০৫**

ছক-১ এ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকসমূহের শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক এজেন্ট ও আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. ও এবি ব্যাংক লি. কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করায় বর্তমানে ১৬ টি ব্যাংক এর সর্বমোট ৩,২১৬ টি এজেন্ট এর আওতায় ৪,৯০৫ টি আউটলেটের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রায় সবগুলি ব্যাংক, গ্রাম ও শহরে আউটলেট স্থাপনের অনুপাত ৩ঃ১ অনুসরণ করছে। এজেন্ট আউটলেটের সংখ্যার দিক থেকে ব্যাংক এশিয়া লি. শীর্ষে অবস্থান করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,৫৭৭ এবং ৪,১৫৭ টি। ২০১৮ সালের মার্চ ত্রৈমাসিকে এজেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,২১৬ টি এবং আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৯০৫ টি।

ডিসেম্বর ২০১৭ ও মার্চ ২০১৮ এর এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যাভিত্তিক তুলনা নিম্নরূপ ঃ

চিত্র-১

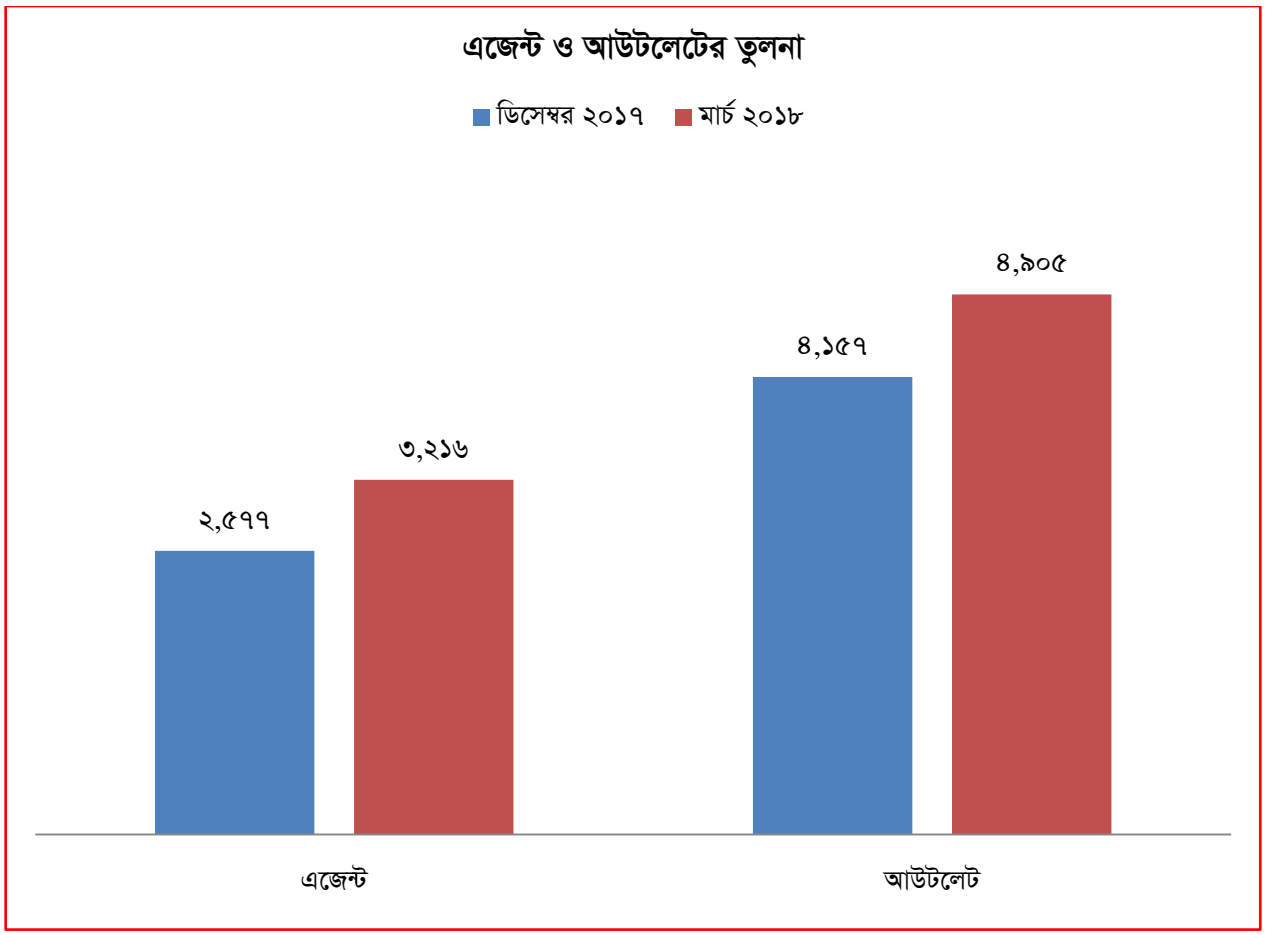

২.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহের (খাতওয়ারী) তথ্য নিম্নরূপঃ (ছকঃ ২)

ক্রঃ নং	ব্যাংক	হিসাব সংখ্যা								
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	মোট (১)+(২) =(৩)+(৪)+(৫) =(৬)+(৭)+(৮)
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১,৭২,৬০৬	৭,১২,০৭৪	৬,৬৬,৮৩২	২,১৭,৮৪৮	০	১৮,৯১৭	৭,৯৪,৪০৯	৭১,৩৫৪	৮,৮৪,৬৮০
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	২৭,৬৯১	৩,৫৩,২৪৫	১,৯৪,৬৯৮	১,৭৪,৩১১	১১,৯২৭	১৮,৮২২	৩,২৭,৪৬২	৩৪,৬৫২	৩,৮০,৯৩৬
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৪,৭২৫	৭৯,০৫৯	৪৯,৯০৩	৩৩,৮৮১	০	৬,৩৭৭	৬১,০৯৯	১৬,৩০৮	৮৩,৭৮৪
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৮৯	১৯,৭০৯	৯,৮২৫	১০,০৭৩	০	৯৬	১৮,৮৬৫	৯৩৭	১৯,৮৯৮
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	১১,৪৯৪	৬,৯৬৬	৪,৫২৮	০	৫৭০	১০,৬৫৬	২৬৮	১১,৪৯৪
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১,৯৬১	১৬,৭৮৭	১১,৬০৯	৭,১৩৯	০	১২১১	১৩,৭৪৭	৩,৭৯০	১৮,৭৪৮
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১,৪৩৭	৮,৪৭৭	৬,০৬৮	৩,৮৪৬	০	৬৫	৮,৮৮৪	৯৬৫	৯,৯১৪
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৪৩৮	৫,০৬৪	৩,৪৪১	২,০৬১	০	৭১৮	৩,৮৫৭	৯২৭	৫,৫০২
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৫৭৮	২১,২০৫	১৩,৬৫৪	৮,১২৯	০	১,৮৯৯	১৯,৭৩৩	১৫১	২১,৭৮৩
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৯,০৪০	৫,৮৪০	৩,২০০	০	১,১৩৩	৬,৪২৬	১,৪৮১	৯,০৪০
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	০	১,৮৪১	১,১৫২	৬৮৯	০	৯২	১১৯৫	৫৫৪	১,৮৪১
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	১,৪০২	২,৮৬৪	৩,২১৬	১,০৫০	০	৮৮২	২,৭৩৫	৬৪৯	৪,২৬৬
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	১৬,৫১৬	১২,০৮০	৪,৪৩৬	০	১,১৪৬	৯,৪১১	৫,৯৫৯	১৬,৫১৬
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১৬৮	৫৫	১৪৭	৭৬	০	৯	২১৪	০	২২৩
১৫।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৬৩	০	৬৩	০	০	৩১	১৯	১৩	৬৩
১৬।	এবি ব্যাংক লি.	০	১০৯	৭৩	৩৬	০	৬	১০৩	০	১০৯
	মোট	**২,১১,২৫৮**	**১২,৫৭,৫৩৯**	**৯,৮৫,৫৬৭**	**৪,৭১,৩০৩**	**১১,৯২৭**	**৫১,৯৭৪**	**১২,৭৮,৮১৫**	**১,৩৮,০০৮**	**১৪,৬৮,৭৯৭**

ছক-২ হতে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১৬ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যা ১৪,৬৮,৭৯৭ টি। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা প্রায় ০৬ গুণ, যা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। আরও দেখা যায়, এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যার ৬০ শতাংশ হিসাব ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. কর্তৃক খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি. এবং আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.। এজেন্টের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাবসমূহের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ২

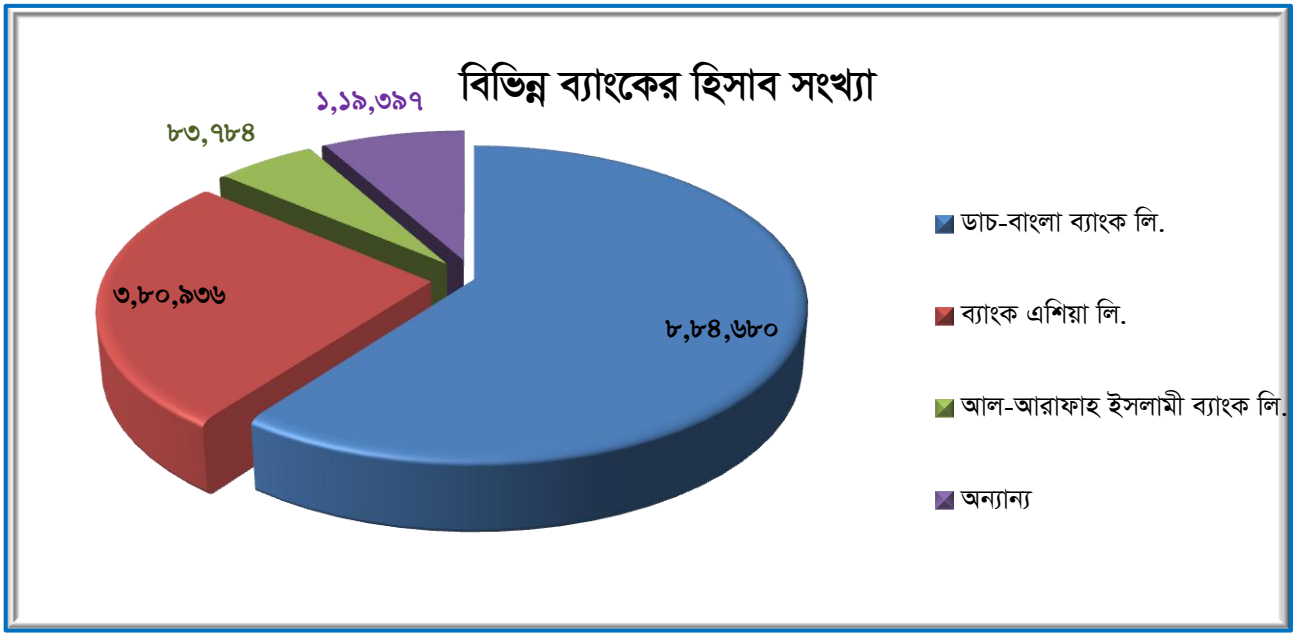

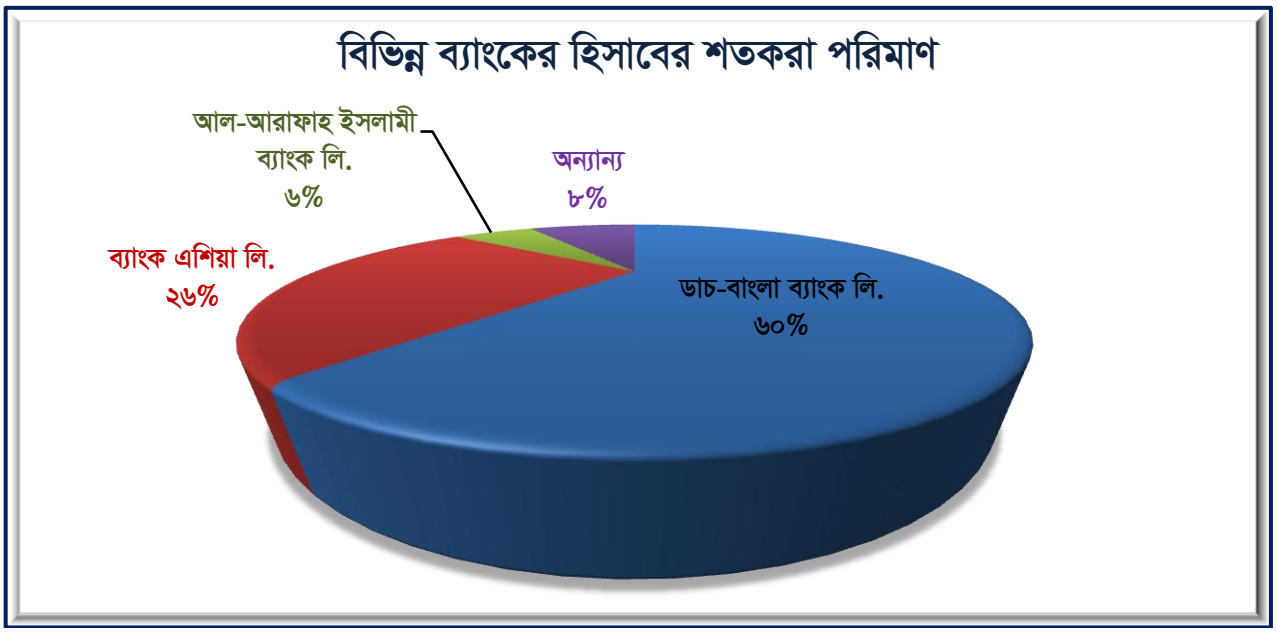

২.২। এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবসমূহের সংখ্যাভিত্তিক ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৩

ক্রঃ নং	ব্যাংক	হিসাব সংখ্যা			
		ডিসেম্বর/২০১৭ (২)	মার্চ/২০১৮ (৩)	পরিবর্তন = (৩) - (২)	পরিবর্তন (শতাংশে)
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৭,৫৩,৯৬১	৮,৮৪,৬৮০	১,৩০,৭১৯	১৭.৩৪%
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	৩,১২,২৪৭	৩,৮০,৯৩৬	৬৮,৬৮৯	২২.০০%
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৭০,৭৭৪	৮৩,৭৮৪	১৩,০১০	১৮.৩৮%
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯,১৭০	১৯,৮৯৮	৭২৮	৩.৮০%
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	৯,০১৭	১১,৪৯৪	২,৪৭৭	২৭.৪৭%
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৪,২৭৭	১৮,৭৪৮	৪,৪৭১	৩১.৩২%
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৬,৬৯৬	৯,৯১৪	৩,২১৮	৪৮.০৬%
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৪,৯২৫	৫,৫০২	৫৭৭	১১.৭২%
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	১২,৫৩১	২১,৭৮৩	৯,২৫২	৭৩.৮৩%
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	৬,৩৬১	৯,০৪০	২,৬৭৯	৪২.১২%
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৫১১	১,৮৪১	১,৩৩০	২৬০.২৭%
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	২,৫১১	৪,২৬৬	১,৭৫৫	৬৯.৮৯%
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১,৩১৯	১৬,৫১৬	১৫,১৯৭	১১৫২.১৬%
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৬৭	২২৩	১৫৬	২৩২.৮৪%
১৫।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	০	৬৩	--	--
১৬।	এবি ব্যাংক লি.	০	১০৯	--	--
	মোট	**১২,১৪,৩৬৭**	**১৪,৬৮,৭৯৭**	**২,৫৪,৪৩০**	২০.৯৫%

ছক-৩ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ১৬ টি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে মোট ১৪,৬৮,৭৯৭ টি হিসাব খোলা হয়েছে। তন্মধ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি., ব্যাংক এশিয়া লি. ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. কর্তৃক যথাক্রমে ৮,৮৪,৬৮০ টি, ৩,৮০,৯৩৬ টি ও ৮৩,৭৮৪ টি হিসাব খোলা হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৫৪,৪৩০ টি, যা গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ঃ ৩

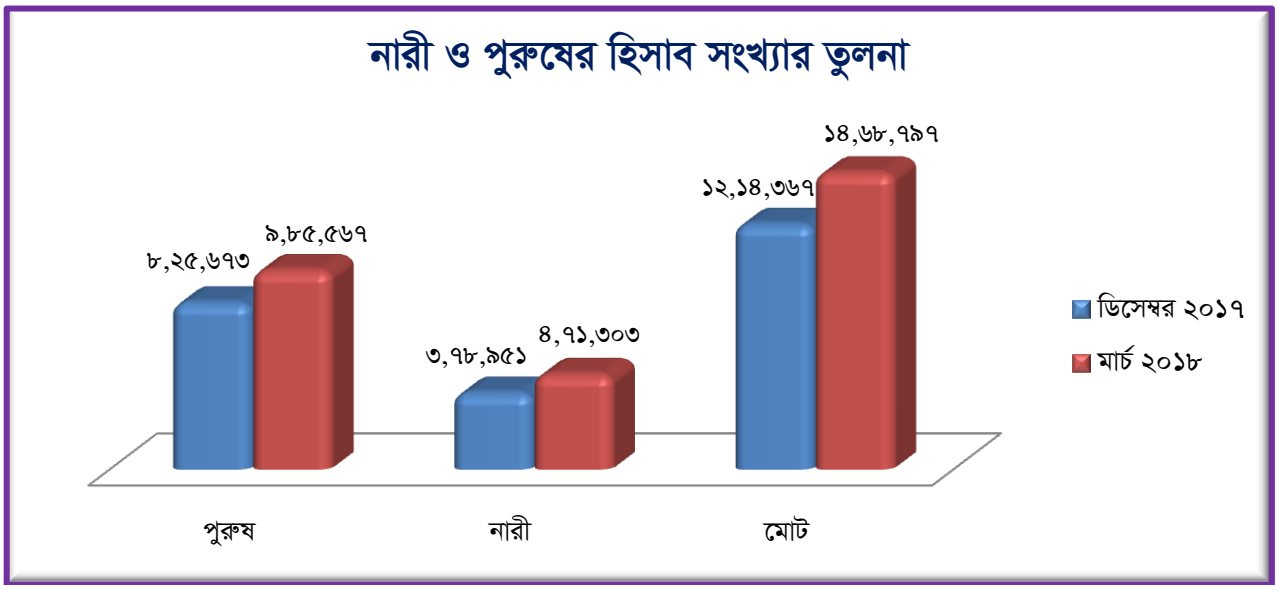

আমানতঃ

৩.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহে আমানতের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৪ *(লক্ষ টাকায়)*

ক্রঃ নং	ব্যাংক	হিসাবে স্থিতি								
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	মোট (১)+(২) =(৩)+(৪)+(৫) =(৬)+(৭)+(৮)
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১২,৪৭৭.৫০	৩৬,০৪৮.২২	৩৪,২৭০.১৩	৯,৮৯২.৮৯	৪,৩৬২.৭০	২,৭২৩.৪১	৩৪,৫৪৯.০১	১১,২৫৩.৩০	৪৮,৫২৫.৭২
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	৪,১৬৭.৩৩	২৬,১২৩.৬৪	১৭,৫৭৬.৯৪	১০,০৬৮.৬৩	২,৬৪৫.৪১	২,৯০৫.৪৯	১৬,০৫২.৮৯	১১,৩৩২.৫৯	৩০,২৯০.৯৭
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৯৮৭৯.৮৯	৫৯,৮৪৪.২১	৬০,৩৯৫.৮৪	৯,৩২৮.২৬	০	৩৪৬৬.২৫	১০,৮৭২.৮২	৫৫,৩৮৫.০৩	৬৯,৭২৪.১০
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৫৩.৪৫	২৯৭.২০	৩২২	১২৮.৬২	০	৬৬.১২	১০০.৮৫	২৮৩.৬৫	৪৫০.৬২
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৩৩২.৭৬	২৪৯.৭৬	৮৩.০০	০	২৯.৪৮	২৪১.৪৯	৬১.৭৯	৩৩২.৭৬
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১,১৪৫.০০	৪,১০৩.০০	৩,৫৮৩.০০	১৬৬৫.০০	০	৯১১.০০	২,১২২.০০	২,২১৫.০০	৫,২৪৮.০০
৭।	এনআরবিসি ব্যাংক লি.	৪৪.৪৪	১৭৭.৭৭	১৫৫.৫৫	৬৬.৬৬	০	১৩.৩৩	১৩৩.৩৩	৭৫.৫৫	২২২.২১
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	২৬.৭১	৭৩৫.৮৩	৫৭০.৮৭	১৯১.৬৭	০	১১১.৬৮	৪২৫.৭৮	২২৫.০৮	৭৬২.৫৪
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৮৩.৪৭	১৭২০.৮২	১৭১১.০১	৯৩.২৭	০	৪৩০.২৭	১৩৭১.৯৬	২.০৫	১৮০৪.২৮
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	১,৩৭০.৯২	১,১৪৫.৫৮	২২৫.৪১	০	২৮৭.৩১	৩৮০.৩৯	৭০৩.২১	১,৩৭০.৯১
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	০	১৩৫.২০	৮০.৪৪	৫৪.৭৬	০	২৫.০১	৪৪.৪৫	৬৫.৭৪	১৩৫.২০
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	৬৯০.২৩	৩৫১.৩৭	৮২৫.৩৬	২১৬.২৪	০	২৫৯.৩৪	৩৭৪.৩১	৪০৭.৯৫	১০৪১.৬০
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	৩৪৪২.৩৫	২৪৯৫.১৫	৯৪৭.২০	০	৭০৬.৭১	১২২০.৮১	১৫১৪.৮৩	৩৪৪২.৩৫
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১.৬৭	৪.৬৮	৫.৬০	০.৭৫	০	০.২০	৬.১৫	০	৬.৩৫
১৫।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১১.০৯	০	১১.০৯	০	০	৭.৪৬	৩.২৫	০.৩৮	১১.০৯
১৬।	এবি ব্যাংক লি.	০	৬৭.৭৭	৫৯.৫	৮.২৭	০	০.০৮	৬৭.৬৯	০	৬৭.৭৭
	মোট	**২৮,৬৮০.৭৮**	**১,৩৪,৭৫৫.৭৪**	**১,২৩,৪৫৭.৮২**	**৩২,৯৭০.৬৩**	**৭,০০৮.১১**	**১১,৯৪৩.১৪**	**৬৭,৯৬৭.১৮**	**৮৩,৫২৬.১৫**	**১,৬৩,৪৩৬.৪৭**

ছক-৪ হতে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৬ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা বিভিন্ন ধরণের হিসাবে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ ১,৬৩,৪৩৬.৪৭ লক্ষ টাকা। তথ্য পর্যালোচনায় আরও পরিলক্ষিত হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা ১৪,৬৮,৭৯৭ টি হিসাবের বিপরীতে হিসাব প্রতি গড়ে ১১,১২৭.০০ টাকা আমানত জমা হয়েছে। এ তথ্য হতে অনুমেয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর অনুপস্থিতিতে আমানতের এ বিপুল অর্থ হয়তো অনানুষ্ঠানিক খাতে/অন্যান্য উপায়ে ব্যয়িত হতো যা গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে তেমন বলিষ্ঠ কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতো না।

চিত্রঃ ৪

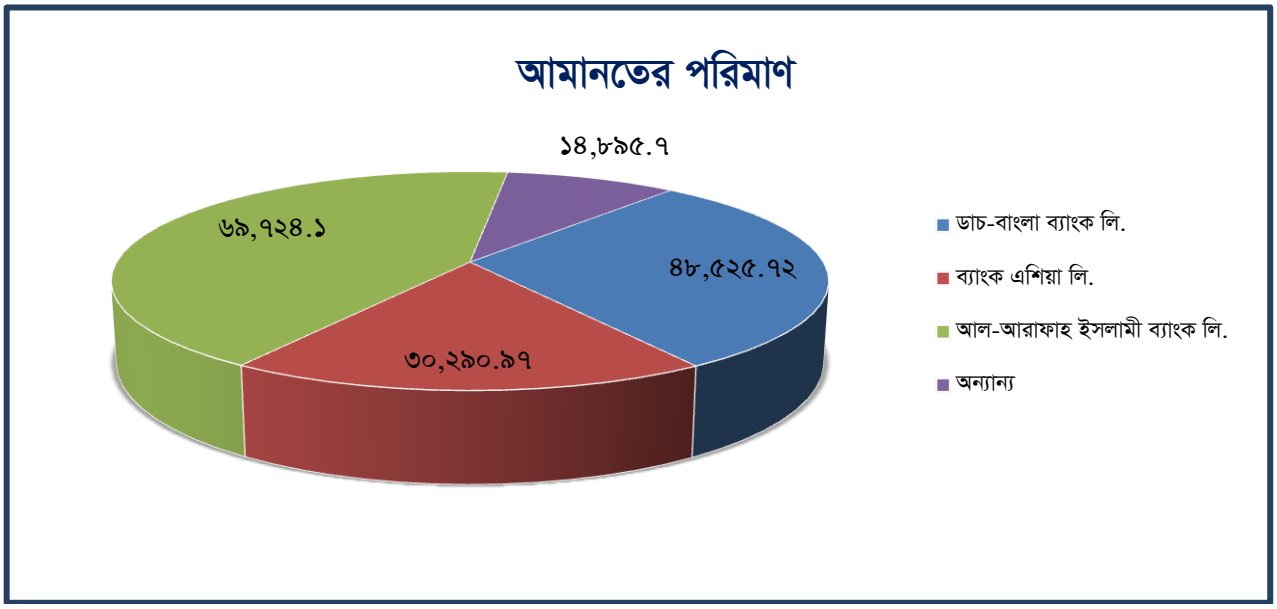

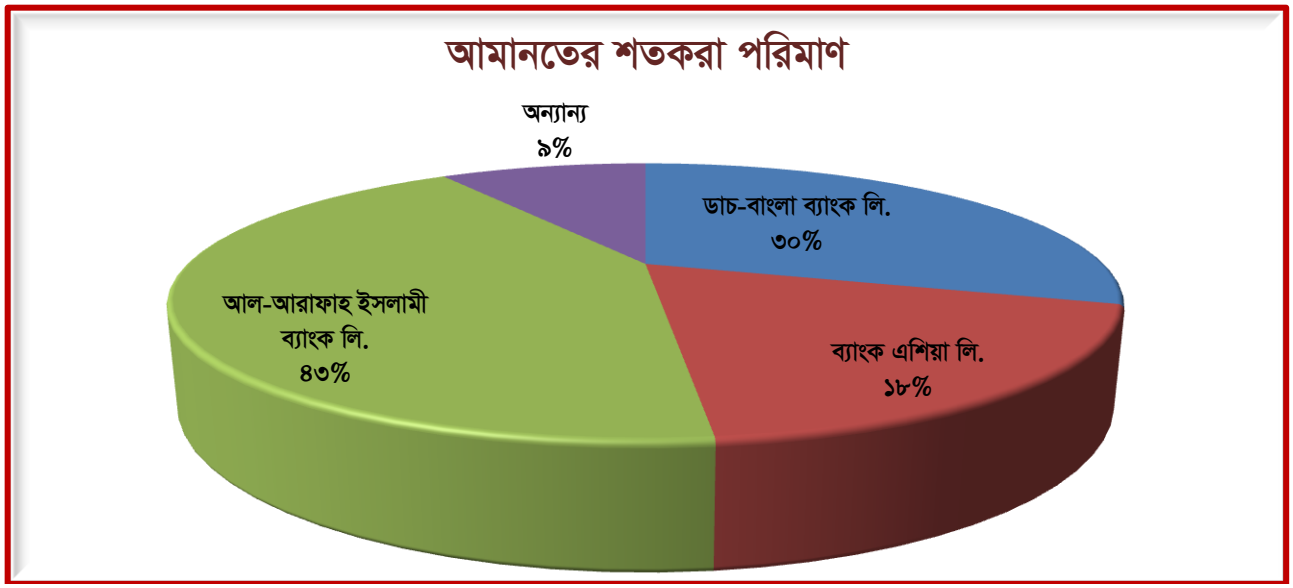

উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১,৩৯,৯৩৮.৯৬ লক্ষ টাকা। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমানতের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬৩,৪৩৬.৪৭ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৭ ও মার্চ ২০১৮ এর মোট আমানতের তুলনা নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ৫

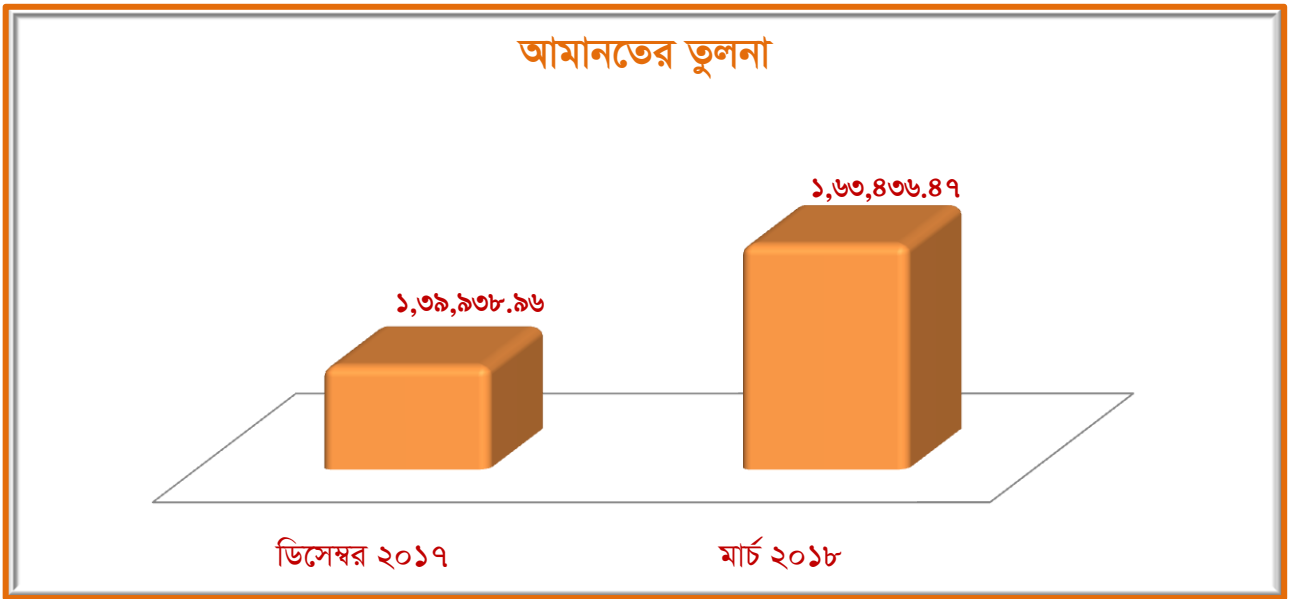

৩.২। এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে খোলা ব্যাংক হিসাবে আমানতের ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৫

ক্রঃ নং	ব্যাংক	আমানত			
		ডিসেম্বর/১৭ (২)	মার্চ/১৮ (৩)	পরিবর্তন =(৩)-(২)	পরিবর্তন (শতাংশে)
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৪৫,১৯০.৪৩	৪৮,৫২৫.৭২	৩,৩৩৫.২৯	৭.৩৮%
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	২৬,৬৩৪.৩৫	৩০,২৯০.৯৭	৩,৬৫৬.৬২	১৩.৭৩%
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৫৯,৩৫৫.৫২	৬৯,৭২৪.১০	১০,৩৬৮.৫৮	১৭.৪৭%
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৭৯.৭৫	৪৫০.৬২	২৭০.৮৭	১৫০.৬৯%
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	২৩২.১৬	৩৩২.৭৬	১০০.৬০	৪৩.৩৩%
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৪,২৮০.২৭	৫,২৪৮.০০	৯৬৭.৭৩	২২.৬১%
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৬০.০৩	২২২.২১	৬২.১৮	৩৮.৮৫%
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৭৪৯.৩০	৭৬২.৫৪	১৩.২৪	১.৭৭%
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৬৮০.৮৫	১,৮০৪.২৮	১১২৩.৪৩	১৬৫%
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১,২৩৯.৩৯	১৩৭০.৯৪	১৩১.৫৫	১০.৬১%
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১৪৯.৩৬	১৩৫.২০	-১৪.১৬	-৯.৪৮%
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	৭২৬.০০	১,০৪১.৬০	৩১৫.৬০	৪৩.৪৭%
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৩৬১.২৩	৩৪৪২.৩৫	৩০৮১.১২	৮৫২.৯৫%
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০.৩২	৬.৩৫	৬.০৩	১৮৮৪.৩৮
১৫।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	০	১১.০৯	০	০
১৬।	এবি ব্যাংক লি.	০	৬৭.৭৭	০	০
	মোট	**১,৩৯,৯৩৮.৯৬**	**১,৬৩,৩৭৪.৫০**	**২৩,৫৩৪.৫৪**	**১৬.৭৯%**

ছক-৫ হতে দেখা যায় যে, চলতি ত্রৈমাসিকে সর্বমোট আমানতের পরমিাণ গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৬.৭৯% বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৩,৪৩৬.৪৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১টি ব্যাংক ব্যতীত সব কয়টি ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানতের পরিমাণে শীর্ষে অবস্থান করছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং আমানত বৃদ্ধির পরিমাণে শীর্ষে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. ও এবি ব্যাংক লি. সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে বিধায় এর পরিবর্তন লক্ষনীয় নয়। আমানতের গতিধারা নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ৬

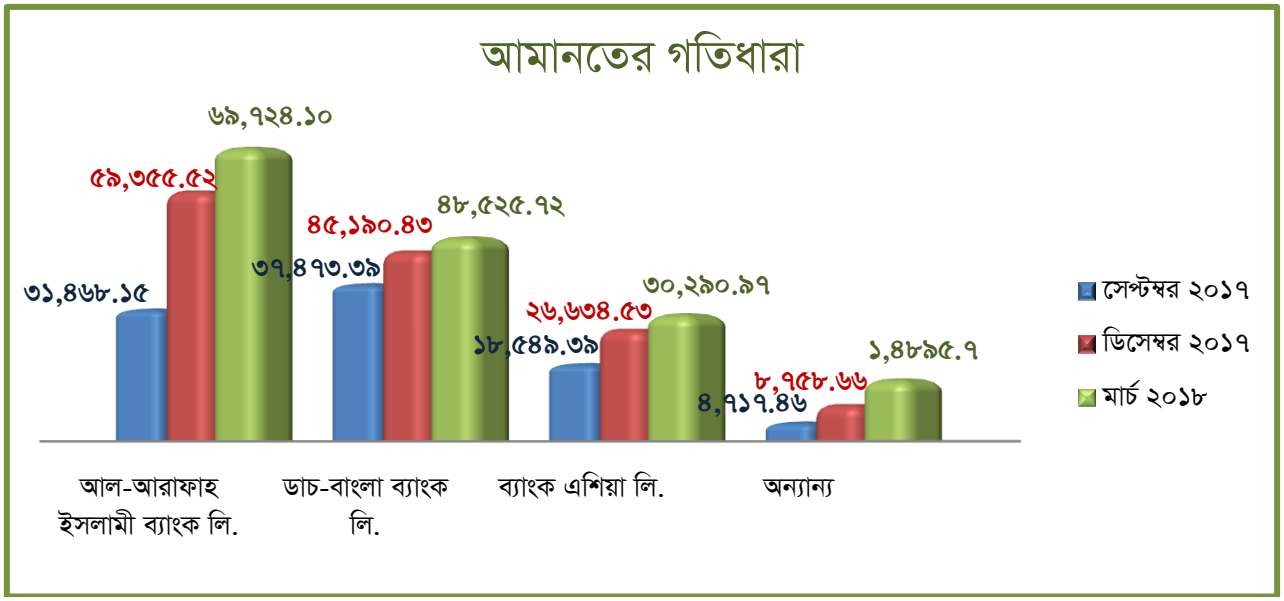

ঋণ বিতরণ:

৪.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৬ *(লক্ষ টাকায়)*

ক্র: নং	ব্যাংক	ঋণের পরিমাণ					
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	মোট (১)+(২) =(৩)+(৪)+(৫)
১।	ব্যাংক এশিয়া লি.	১,২৪২.৬৯	১০,৪৬৮.১২	৩,৩৫৭.৫৬	৭৫১.৭১	৭,৬০১.৫৩	১১,৭১০.৮০
২।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	২৬৪.১৬	১৩৭.২০	৩৯৯.৭০	১.৬৬	০	৪০১.৩৬
৩।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	০৯.০০	৮.৫০	০.৫০	০	০৯.০০
৪।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২৭.০০	৩৫.০০	৫১.০০	১১.০০	০	৬২.০০
৫।	দি সিটি ব্যাংক লি.	৩৭.০৩	০	৩৭.০৩	০	০	৩৭.০৩
৬।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৫.০০	০	০	৫.০০	০	৫.০০
	মোট	**১,৫৭৫.৮৮**	**১০,৬৪৯.৩২**	**৩,৮৫৩.৭৯**	**৭৬৯.৮৭**	**৭,৬০১.৫৩**	**১২,২২৫.১৯**

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রম শুধু হিসাব খোলা/পরিচালনা করা ও রেমিট্যান্স বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ৬টি ব্যাংক তাদের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত ৬টি ব্যাংক কর্তৃক সর্বমোট ১২,২২৫.১৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের ধারা থেকে পরিলক্ষিত

হয় যে, শহরের তুলনায় গ্রামে ঋণ প্রবাহের পরিমাণ বেশি। ব্যাংক অনুসারে এজেন্ট আউটলেট এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের চিত্র নিচে দেয়া হলো ঃ

চিত্রঃ ৭

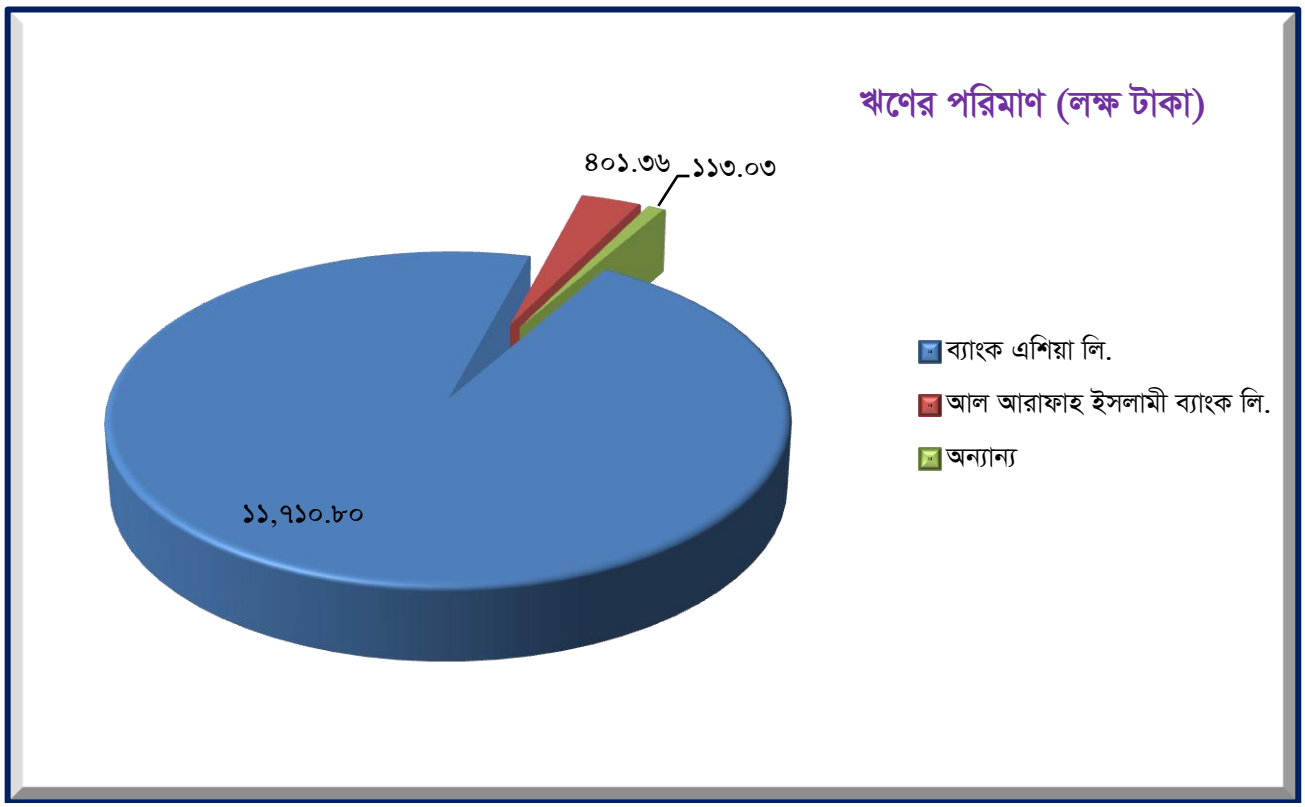

চিত্র-৭ এ দেখা যায়, ব্যাংক এশিয়া লি. তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১১,৭১০.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে শীর্ষে অবস্থান করছে। ঋণ বিতরণে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.।

রেমিট্যান্সঃ

ব্যাংকগুলোর এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের শাখার ন্যায় এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলো তুলনামূলক সহজ পদ্ধতিতে ও দ্রুততম সময়ে এ সেবা প্রদান করছে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ১৬ টি ব্যাংকের ৪,৯০৫ টি আউটলেটের মাধ্যমে সর্বমোট ২,৬৭,৩৯৯.১৯ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ২,৩৯,৫৪৯.৩৫ লক্ষ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ২৭,৮৪৯.৮৪ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের তথ্য নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৭

ক্রঃ নং	ব্যাংক	ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স (লক্ষ টাকায়)		
		শহর	গ্রাম	মোট
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১৮,০১৮.২৮	৮৮,৬৫৪.৫৪	১০৬,৬৭২.৮২
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	৭,৯১৪.১৯	৯৮,১৯৪.৭০	১,০৬,১০৮.৮৯
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১৫৮৫.৯৮	৪০,৬৮৭.৭১	৪২,২৭৩.৬৯
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৭৯.১৬	৭৯.১৬
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৭৮.৭৮	৭৮.৭৮
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৮৩.০০	২,৬১৩.০০	২,৭৯৬.০০
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	০	২০.২৪	২০.২৪
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	০.৭৫	৩৪৬.৩৮	৩৪৭.১৩
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৮১.১৯	৫,৯০৫.৪২	৫,৯৮৬.৬১
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	২২৪.৮০	২২৪.৮০
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	০	২৪.৮৭	২৪.৮৭
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	৬৬.৪৫	৩৮৩.৬০	৪৫০.০৫
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	২,৩৩৬.১৫	২,৩৩৬.১৫
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০	০	০
১৫।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	০	০	০
১৬।	এবি ব্যাংক লি.	০	০	০
	মোট	**২৭,৮৪৯.৮৪**	**২,৩৯,৫৪৯.৩৫**	**২,৬৭,৩৯৯.১৯**

৫.২। রেমিট্যান্স বিতরণের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ৮

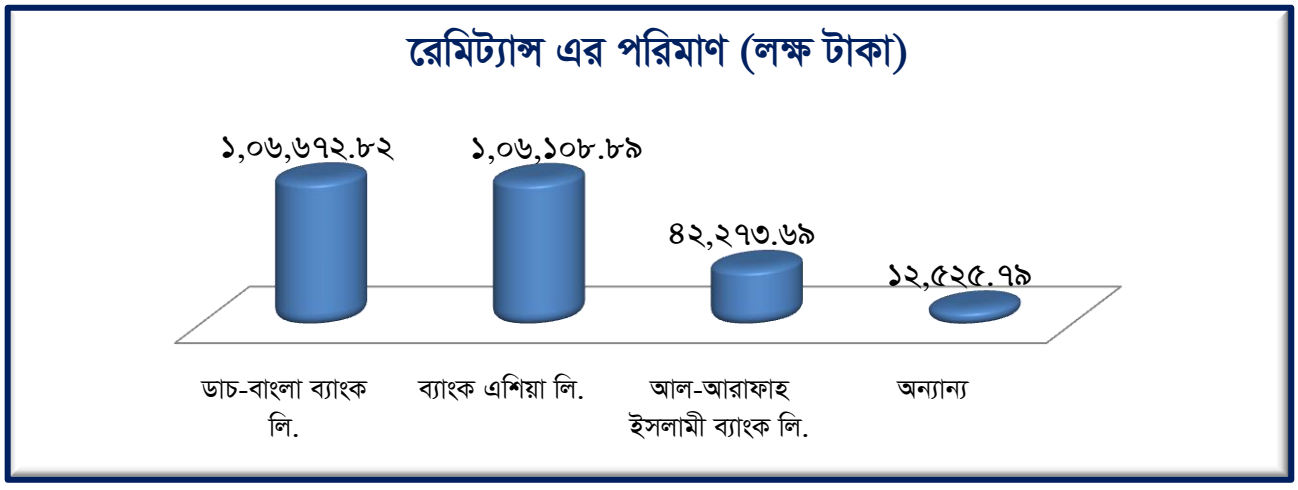

চিত্র-৮ হতে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বিতরণে শীর্ষে অবস্থান করা ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি. কর্তৃক ১,০৬,৬৭২.৮২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্যাংক এশিয়া লি. কর্তৃক ১,০৬,১০৮.৮৯ লক্ষ টাকা, এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. কর্তৃক ৪২,২৭৩.৬৯ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে।

তাছাড়া, ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১,৯৮,২০১.৮২ লক্ষ টাকা। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬৭,৩৯৯.১৯ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৭ ও মার্চ ২০১৮ সালের ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ৯

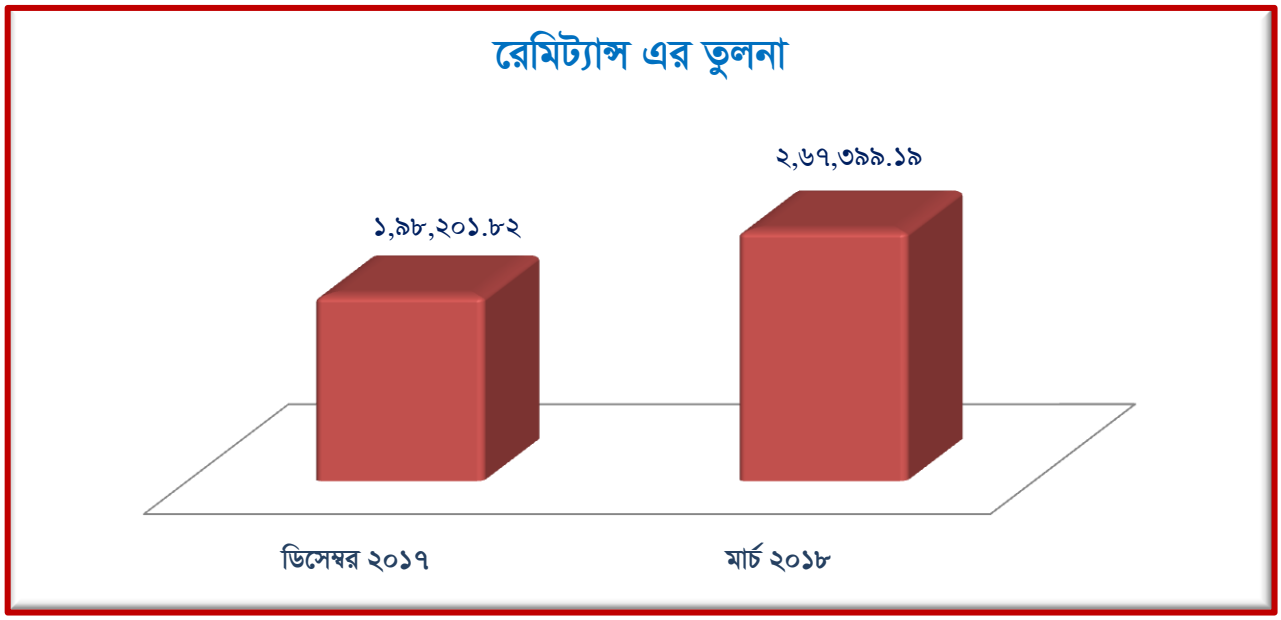

উপসংহারঃ

জনবহুল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার অন্যতম প্রেক্ষাপট হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং একটি ফলপ্রসু উদ্যোগ। স্বল্প ব্যয়ে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের একটি আধুনিক ও সময়োপযোগী বিকল্প চ্যানেল হলো এজেন্ট ব্যাংকিং। এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো, প্রান্তিক জন সাধারণকে সীমিত আকারে সব ধরণের ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ আমানতও সংগ্রহ করছে যা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ১৬ টি ব্যাংকের ৪,৯০৫ টি এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে সংগৃহীত মোট আমানতের পরিমাণ ১,৬৩,৪৩৬.৪৭ লক্ষ টাকা এবং ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২,৬৭,৩৯৯.১৯ লক্ষ টাকা। এছাড়াও, ০৬ টি ব্যাংকের এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১২,২২৫.১৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা না পাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান না থাকাকে অন্যতম কারণ হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গবেষণাপত্রে ও আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে বিবেচনায়, জনগণের দ্বারপ্রান্তে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর অন্যতম পরিপূরক মাধ্যম হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও এজেন্ট ব্যাংকিং সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ব্যাংকগুলোর প্রেরিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায়ও এ বিষয়ে ইতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে।